৫ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ২৫ এপ্রিল ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

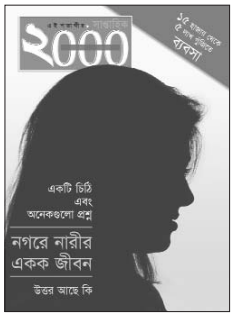

বাঙালি নারীকে কন্টকাকীর্ণ পিচ্ছিল পথ ধরে নিরন্তর চলতে হয়। ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক রীতি তাকে অক্টোপাসের মতো বেঁধে রাখে। সমাজে একা পথ চলা তার জন্য দুরূহ। চারদিকে যেন তার বাঁধার দেয়াল। এই দুর্ভেদ্য বাঁধার দেয়াল ভাঙা তার পক্ষে অসাধ্য কাজ। তবু আজকের শিক্ষিত বাঙালি তরুণীরা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে বাঁচতে চায়। এ কারণে আধা পুঁজিবাদী, আধা সামন্ততান্ত্রিক এ সমাজে তাকে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

লেখাপড়ার গন্ডি ছাড়িয়ে একজন মেয়ে চাকরি নিলে প্রথমেই তাকে পড়তে হয় তীব্র আবাসিক সমস্যায়। চাকরির জন্য পরিবারের বাইরে থাকা কেউই মানতে নারাজ। রাজধানীতে সে পায় না বাসা ভাড়া। থাকার জন্য নেই কোনো ভালো হোস্টেল। তার এই অসহায়ত্বের শুধু সুযোগ নেয় স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন মহল। আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচাই তার জন্য হয়ে পড়ে কষ্টসাধ্য। রাতে কাজ থেকে ফেরার অপরাধ হিসেবে বখাটে ছেলেদের খপ্পরে পড়তে হয়। জীবন দিয়ে সিমিকে তার দাম দিতে হয় এ সমাজে। নারায়ণগঞ্জের মিমি, খুলনার রুমিকে বেছে নিতে হয় একই পথ।

আমরা দাবি করছি আমাদের সমাজে বাড়ছে শিক্ষার হার। আধুনিক প্রযুক্তি ডিশ, মোবাইল, ফ্রিজ ব্যবহার করে আমরা হয়েছি আধুনিক। আসলে আমাদের বাইরের আচরণ, ব্যবহার্য সামগ্রী আধুনিক হলেও মনোজগতের বিকাশ হয়নি। দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা সেই মধ্যযুগীয় চেতনাই লালন করছি। নারীকে আমরা এখনও মধ্যযুগের ধর্মীয় সামাজিক অনুশাসনে দেখতে চাই। সমাজের অধিকাংশ পুরুষ আজও নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখতে ভালোবাসে। রাখতে চায় তাদের ঘরের মধ্যে বন্দি করে। এ কারণে মেয়েরা উচ্চশিক্ষিত হয়েও কর্মক্ষেত্রে সেইভাবে আসতে পারছে না।

নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রে যৌথ শক্তি কোনো সমাজের অগ্রগতি শিখরে নিয়ে যায়। আজকের উন্নত বিশ্বে লিঙ্গ ভেদে সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশও এগিয়ে চলছে। আমরা রয়েছি সেই তিমিরেই। এদেশে প্রেম প্রত্যাখ্যানের জন্য তরুণীর ওপর এসিড মারা হয়। মায়ের সামনে ধর্ষিতা হয় মেয়ে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর কাছে মেয়ে হবার কারণে হয়রানি হতে হয়। একা পথচলা বলে চাকরিজীবী নারীকে বাড়ি ভাড়া দেয়া হয় না। আজকে আমাদের পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমাদের সমাজে স্থবিরতা বিরাজ করছে। প্রতিনিয়ত আমরা পিছিয়ে পড়ছি। সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে আমাদের মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। নারী-পুরুষ কর্মক্ষেত্রসহ সকল স্তরে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এগিয়ে যাবে।

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

নতুন ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net